দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে বীজ আখ কাটার পরিদর্শন , চেয়ারম্যান অপু

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজ পরিদর্শন করেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।

আজ মঙ্গলবার (৭ ফ্রেব্রয়ারি) দুপুর ১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেরুজ আকন্দবাড়িয়া কৃষি খামারে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজের পরিদর্শন করেন।এবং সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করে।

এ সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু বলেন বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। তাই কৃষিতে বিল্পব আনতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ মেশিনটি ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড কোম্পনীর তৈরী। আমরা পরীক্ষা মৃলক চাল্লাচ্ছি। এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন করলে মাটির নীচ থেকে আখ কাটা হচ্ছে আমরা একর প্রতি ৫ টন আখ বেশি পাবো।
এ হারভেষ্টার মেশিনে একদিকে লেভার সংকট থেকে মুক্তি পাবো অপরদিকে সময় কম লাগবে। যার ফলে চিনির আহরনের সক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কাটলে চিনির আহরনও বেশি পাবো।তাই আগামীতে আমরা হারভেষ্টার দিয়ে আখ কাটার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।আগামীতে চাষীরা বেশি করে আখ লাগায় সেজন্য আমরা আখের মৃল্যে টন প্রতি ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা করার চিন্তা করছি।আগামীতে কেরুজ চিনিকলটি ঘুরে দাঁড়াবে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ হার্ভেষ্টার মেশিনটি সদর দপ্তর কিংবা চিনিকলের টাকায় কেনা না। শিল্পমন্ত্রনালয়ের সচিব মহাদয়ের একান্ত উদ্যোগে মেশিনটি বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে।

এ বীজ আখ পরিদর্শন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ,কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)

আশরাফুল আলম ভুইয়া , ব্যবস্থাপক (খামার) সুমন কুমার সাহা ,মাহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন , ব্যবস্থাপক (পরিঃপ্রকৌঃ) আবু সাঈদ , আবু তালহা।

মেহেরপুরে দুই গ্যাস ব্যবসায়ীর জরিমানা

বেশি দামে গ্যাস বিক্রির অপরাধে মেহেরপুর শহরের কাসারি পাড়ার এস এম গ্যাস হাউজের সাজ্জাদ হোসেন সবুজ ও হোটেল বাজারের জাকির ব্রাদার্স এর মালিক আমিনুল ইসলামের কাছে থেকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান , গ্যাস সিলিন্ডার , মুদিখানাসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেহেরপুর শহরের কাসারি বাজারে মেসার্স এস এম গ্যাস হাউজ নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে পাওয়া যায় নানা অনিয়ম। বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ১২৯৫ টাকায় পুর্বের কম দামে কেনা গ্যাস বিক্রয় করছেন ১৫৭০ টাকা দরে যেখানে বর্তমান সরকার নির্ধারিত মুল্য ১৪৯৮ টাকা। সরকারি মূল্যের বাইরে গিয়ে অসৎভাবে সিলিন্ডার প্রতি লাভ করছেন ২৭৫ টাকা। নাই মুল্যতালিকা , লাইসেন্স বহির্ভূতভাবে আবাসিক এলাকায় অননুমোদিত গোডাউনে মজুদ করেছেন হাজারের অধিক গ্যাস সিলিন্ডার। এসকল অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক সাজ্জাদ হোসেন সবুজকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অপরদিকে, হোটেল বাজারের মেসার্স জাকির এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মোঃ আমিনুল ইসলামকে গ্যাস ও অন্যান্য পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা জিবরাইল হোসেন , জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) তারিকুল ইসলাম উপস্থিত

ছিলেন। অভিযানে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

মেহেরপুরে ব্রয়লারের দাম বেড়ে ডাবল সেঞ্চুরিতে (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে ৭০ টাকা। ব্রয়লার মুরগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সোনালী ও দেশি মুরগির দাম। প্রতি কেজী সোনালী মুরগীর দাম বেড়েছে ৪০ টাকা, দেশি মুরগীর দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৩০ টাকা।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর বড় বাজারের মুরগি বাজারে সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশি মুরগির বিক্রি হয়েছে ৪৫০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৭০ টাকা এবং বয়লার মুরগি ২০০ থেকে ২১০ টাকা, ডিম পাড়া (কর্ক) মুরগি ২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে একই বাজারে দেশি মুরগি বিক্রি হয়েছে ৪৩০ থেকে ৪৪০ টাকা, সোনালী ২৩০ থেকে ২৪০ টাকা এবং বয়লার ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২২০ থেকে ২৩০ কেজি দেও বিক্রি হয়েছে। দিনে দিনে মুরগির দাম বেড়ে যাওয়ায় গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মুরগি বাজার প্রায় ক্রেতা শুন্য দেখা গেছে।

বড়বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী মো: সাকিব বলেন, আগে খামারিদের কাছ থেকে মুরগির বাচ্চার পিস ছিল ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এখন সেই মুরগির বাচ্চা ৪৫ টাকা। অনেক দাম বেড়ে গেছে সেই কারণে ব্রয়লার এর দাম বেড়ে গেছে। আবার যদি আগের মতো ব্রয়লারের বাচ্চার দাম কমে, খাবারের দাম কমে তাহলে আগের অবস্থায় চলে আসবে।

বড় বাজার মুরগি ব্যবসায়ী ওয়াদুদ বলেন বর্তমানে ব্রয়লার একটু সঙ্কট আছে। বাকি দেশি সোনালী ডিমপাড়া (কর্ক) পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। ব্রয়লারের দাম বাড়ার কারণে বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গেছে।

তিনি আরো বলেন, এই বাজারে আনুমানিক ২০টি দোকান আছে এখান থেকে গড়ে প্রতিদিন সোনালি মুরগি ৬০০ কেজি, ডিম পাড়া (কক) মুরগি ২৫০

কেজি, ব্রয়লার ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত বিক্রয় হয়।

এ সময় বাজারে মুরগি কিনতে আসা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বলেন, ব্রয়লার মুরগি ২১০ টাকা কেজি। আমরা গরিব মানুষ কিনে খাব কি করে। আমরা দিনে ৫০০ টাকা উপার্জন করি ২ কেজি মুরগির কিনলে খরচ হয় ৪২০ টাকা। তাহলে চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি কিনব কি দিয়ে আর সংসার চালাবো কি করে। হয় চুরি করতে হবে, আর তা নাহলে ডাকাতি করতে হবে বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

মমতাজ নামের এক মহিলা ক্রেতা বলেন, আমাদের মত গরিব মানুষদের ব্রয়লার মাংসও জুটবে না। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে মুরগি কেনা নয়, সংসার চালানোয় দায় হবে।

আবারো সভাপতি সবুজ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদ প্যানেল বিজয়ী

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে কড়ানিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারন সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ প্যানেল বিজয়ী হয়েছেন।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) প্রতিকে পেয়েছেন ৭৬৫ ভোট ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে পেয়েছেন ৪০৫ ভোট।
এ নির্বাচিত প্রার্থীদ্বয় গত দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে প্যানেল করে নির্বাচিত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারো সভাপতি প্রার্থী সবুজ ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থী মাসুদ ভোটের ১ দিন আগে প্যানেল ঘোষণা করেন এবং তারা ভোটের মাধ্যমে এ জুটি দ্বিতীয় বারের মত আবারো

নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা) প্রতিকে ৭০২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৬০ ভোট ও জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত দর্শনা কেরুজ নতুন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী অন্যান্য পদের মধ্যে সহ -সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন।

এদের মধ্যে মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী) প্রতিকে ৬২৩ ভোট পেয়ে প্রথম ও রেজাউল করিম (টেবিল) প্রতিকে ৪৯৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী এসএম কবীর (কলস) প্রতিকে ৪৭১ ভোট ও আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী) প্রতিকে ১৮১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। যুগ্ম -সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। হাফিজুর রহমান (হাঁস) প্রতিকে ৫৯৮ ভোট পেয়ে ১ নং ও মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) প্রতিকে ৫৭২ ভোট পেয়ে ২ নং সহ -সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী খবির উদ্দিন (আম) প্রতিকে ৩৮৩ ভোট ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ১৬৯ ভোট এবং মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) প্রতিকে ৮২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) প্রতিকে ৫৮৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী বাবুল আক্তার (প্রজাপতি) প্রতিকে ৫৩৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) প্রতিকে ৭২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আবুল হোসেন (হরিণ) প্রতিকে ৩৯৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। প্রচার সম্পাদক পদে আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন) প্রতিকে ৫৯৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে মিজানুর রহমান (মোড়গ) প্রতিকে ৩৪১ ভোট এবং ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর) প্রতিকে ১৫৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ৬৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ও তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দি খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা) প্রতিকে ৪২৬ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

এছাড়া সদস্য পদে ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন প্রার্থীর কোন প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী না থাকায় ভোট গ্রহণের আগেই তাদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত করেন নির্বাচন কমিশন। তারা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ড প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে সেলিম খান , ৩ নং ওয়ার্ড উৎপাদন বিভাগে মাজেদুল ইসলাম (ডাবলু), নুরুল ইসলাম ও মজিবর রহমান। সদস্য পদে ২ নং ওয়ার্ড (চুলাই কারখানা) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ১০৯ ভোট ও বাবর আলী (বেলচা) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আব্বাস আলী (বালতি) প্রতিকে ৪১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৩ নং ওয়ার্ড পরিবহন বিভাগে (গ্যারেজ) ৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। তাদের মধ্যে শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) প্রতিকে ১৩১ ভোট পেয়ে প্রথম ও বাবুল আক্তার (গোলটুপি) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী শফিকুল ইসলাম (আখের আটি) প্রতিকে ২৪ ভোট , জাহিদুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ২০ ভোট ও মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

৪ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে) ৩ জন প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি) প্রতিকে ৯১ ভোট পেয়ে প্রথম ও মাহামুনুল হাসান (টর্চলাইট) প্রতিকে ৮৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিত্বন্দিতা করে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। এদের মধ্যে সাহেব আলী শিকদার (টর্চলাইট) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে প্রথম ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) প্রতিকে ৭০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছেন।

একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হয়েছেন সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব) প্রতিকে ৫৭ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশলী) বিভাগে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১৩০ ভোট পেয়ে প্রথম , ইদ্রিস আলী (ডাব) প্রতিকে ১০৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ও জহিরুল ইসলাম (বালতি) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন। এ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে জাহিদুল ইসলাম (গাভী) প্রতিকে ৬৩ ভোট , শ্রী তারাপদ বিশ্বাস (আখেরআটি) প্রতিকে ৫৮ ভোট ও রবিউল ইসলাম (বেলচা) প্রতিকে ৩৫

ভোট পেয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।কেরুজ দ্বী -বার্ষীকি নির্বাচনে মোট ভোট ১১৮৭ তার মধ্যে ভোটাররা ভোট প্রয়োগ করেছেন ১১৭০।

এ নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন ও ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এ নির্বাচনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যন্যদের মধ্যে সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন দায়িত্ব পালন করেন।

কাশফুল বুটিক কসমেটিক্স অ্যান্ড টেইলার্স এর উদ্বোধন

কাশফুল বুটিক কসমেটিক্স অ্যান্ড টেইলার্স এর উদ্বোধন করা হয়। শনিবার বিকেলে মহিলা কলেজ রোডে আয়সুন পার্কে দোকান নাম্বার -৪ এ এই উদ্বোধন করা হয়।

কাশফুল বুটিক কসমেটিকস এন্ড টেইলার্স এর স্বত্বাধিকারী প্রোপাইটার মাহমুদা আক্তার সুমি বলেন আমার কাশফুল নামে দোকান ছিল তবে আজ থেকে নতুন করে এবং নতুন রূপে যাত্রা শুরু করলাম আমার জন্য দোয়া করবেন। কাশফুলে আমাদের নতুন সংযোজন হচ্ছে টেইলার্স।

তিনি আরও বলেন এখানে কসমেটিক্স, অ্যামিটেশন জুয়েলারি, থ্রি পিস, স্যান্ডেল ইত্যাদি সহ শুধুমাত্র মেয়েদের সকল প্রকার জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যাবে সেই সাথে আমরা টেলার্সের কাজটাও শুরু করেছি।

দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের প্যানেল ঘোষনা

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের আরমাত্র ১ দিন বাকি। নির্বাচনকে ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভোট গ্রহণের আগেই বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের কর্ণধররা প্যানেল ঘোষনা দিয়েছেন।

সবুজ-মাসুদ এক তৃতীয়াংশ ভোটার নিয়ে প্যানেল ঘোষনা দেয়ায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। তবে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন মানে ভিন্নকিছু। ভোট গণনা শেষে বিজয়ীরা পরবেন বিজয়ের মালা। তা দেখতে শনিবার ভোট গণনা পরবর্তী ফলাফল ঘোষনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ভোটারদের।

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ৪ ফেব্রুয়ারি। সে হিসাবে নির্বাচনের আরমাত্র ১দিন বাকি। প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ মিলে ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ১৮৯ জন ভোটার।

এ ভোটারের বিপরীতে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে লড়বেন। সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হবেন ২ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এসএম কবীর (কলস), আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী), রেজাউল করিম টেবিল ও মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী), সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা), সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) ও নতুন প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে থাকবেন। যুগ্নসম্পাদক পদেও ২ নির্বাচিত হবেন। ভোট যুদ্ধে মাঠে রয়েছেন বর্তমান যুগ্নসম্পাদক খবির উদ্দিন (আম), সাবেক সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার), হাফিজুর রহমান (হাস), মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ভোট করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) ও বাবুল আক্তার

(প্রজাপতি), দফতর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) এবং আবুল হোসেন (হরিণ), প্রচার সম্পাদক পদে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর), মিজানুর রহমান (মোড়গ) ও আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন)। কোষাধ্যক্ষ পদে কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা ও আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ভোট করবেন। এ ছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। যারা ভোট যুদ্ধে রয়েছেন তাদের মধ্যে ২ নং ওয়ার্ডে বাবর আলী (বেলচা), আব্বাস আলী (বালতি) ও আমিরুল ইসলাম (ডাব)। ৩ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (ডাব), মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি), শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (আখের আটি)। ৪ নং ওয়ার্ডে মতিয়ার রহমান (ডাব), কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি), মাহমুনুল হাসান (টর্চলাইট)। ৫ নং ওয়ার্ডে সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব), সাহেব আলী (টর্চলাইট) ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) এবং ৭ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (গাভী), জহিদুল ইসলাম (বালতি) ইদ্রিস আলী (ডাব), রবিউল ইসলাম (বেলচা) আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) ও তারাপদ (আখেরআটি) প্রতিকে নির্বাচন করবেন। এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানাগেছে, প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে ১০৯, ওয়ার হাউজ ও ডিস্টিলারী বিভাগে ১৫৪ জন, পরিবহণ বিভাগে ১৮৫ জন, ইক্ষুসংগ্রহ বিভাগে ১৫৪ জন, ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে ১২৫ জন, উৎপাদন বিভাগে ২৫০ জন এবং প্রকৌশলী বিভাগে ভোটার রয়েছে ২১২ জন। যারা ভোট দিয়ে ২৫ জনকে নির্বাচিত করবেন। এ নির্বাচনকে ঘিরে চলছে নানা সমিকরণ।

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্যানেল ঘোষনা করেছেন সভাপতি প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সবুজ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মাসুর রহমান মাসুদ। এক তৃতীয়াংশ ভোটার নিয়ে প্যানেল ঘোষনা করায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। সব প্রশ্নের উত্তর জানতে শনিবার ভোট গণনা শেষে ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সকলকে।

স্মরণকালের কম আখ মাড়াইয়ের রেকর্ড কেরুর

দর্শনা কের “জ চিনিকলের আখেরী হুইসেল বাজিয়ে ২০২২ -২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ করল ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্টান কেরুজ চিনিকল।

কেরু সুত্রে জানা যায় গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত ভোরের দিকে এ ২০২২-২০২৩ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ হবে। এবার ৮৪ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে কম আখ মাড়াইয়ে ঐতিহ্যবাহী কেরুজ চিনিকল। শুধু আখ মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেই নয় , মাড়াই দিবস থেকে শুর “ করে চিনি আহরণের হার ও উৎপাদন কমের ক্ষেত্রেও এবার রেকর্ড ভেঙ্গেছে।

২০২১-২২ মরসুমে ৭০কোটি টাকা লোকসান গুনলেও এবারের লোকসানের বোঝা কমে ৬০ কোটিও পের “তে পারে বলে জানিয়েছে মাহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। ২০২২ -২৩ চলতি আখ মাড়াই মরসুম আজ শেষ হচ্ছে। ২০২২ -২৩ আখ মাড়াই মৌসুমে ৫৩ কার্য দিবসে ৬১ হাজার ৫শ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৮৪০ মেট্রিকটন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নিয়ে মিল উদ্ধোধন করলেও তা তলানিতে নেমে ৪৩ কার্য দিবসে ৪৬ হাজার ৬০ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করেছে ২হাজর ২১৯ মেট্রিকটন। যা চিনি আহরণের হার ৫ .০৫ নিম্নমুখী হওয়ায় উৎপাদনে থাকছে বিশাল ঘাটতি।

গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর মাসে বিকালে ৭০ কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ২০২২ -২৩ আখ মাড়াই মরসুমের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু। কের“জ চিনিকল কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ি এ মরসুমে সর্বমোট ৪ হাজার ২৩০একর জমির আখ মাড়াই করা হয়। যার মধ্যে কের “জ নিজস্ব জমির পরিমান ছিলো মাত্র ১হাজার ৫০ একর ও কৃষকের জমিতে আখ ছিলো ৩ হাজার ১৮০ একর। লক্ষমাত্রা অনুযায়ি মাত্র ৪৩ দিনে ৪৬ হাজার ৬০ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন নির্ধারন করা হয় সাড়ে ২ হাজার ২শ ১৯ মেট্রিকটন। চিনি আহরণের গড় হার নির্ধারণ করা ছিলো ৬.০২দশমিক শূন্য।এবারের চিনি আহরনের হার কমে ৫.০৫ দাড়িয়েছে।

কের“জ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, আগামি মরসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব না হলেও বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে। আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। কৃষকদের সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষদের সাথে সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক চলমান রয়েছে।

তিনি এলাকার আখচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বেশী বেশী আখচাষ করে অধিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি আপনাদের মূলবান সম্পদ কের“জ চিনিকলটি রক্ষা কর“ন। তিনি আরও বলেন কৃষি প্রধান বাংলাদেশ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। চিনি শিল্প ছিলো কৃষি ভিত্তিক শিল্প তাই এ মিলটির জন্য যা যা করার দরকার আমি সব রকব চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে গতবারের তুলনায় এবার আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মিল গেটে ১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮০ টাকা। এছাড়া আখক্রয় কেন্দ্রগুলোতে ১৩৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭৬ টাকা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, ‘আগামী মৌসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব নাহলেও বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। আখচাষীদের সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এক লাফে ২৬৬ টাকা বাড়লো এলপিজির দাম

ভোক্তা পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম। নতুন নির্ধারিত দাম অনুযায়ী ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে খরচ করতে হবে ১ হাজার ৪৯৮ টাকা, যা এতোদিন ছিলো ১ হাজার ২৩২ টাকা। অর্থাৎ আগের তুলনায় দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬৬ টাকা।

বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

(বিইআরসি) এই দাম নির্ধারণ করে। এ দিন দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিইআরসি সচিব ব্যারিস্টার মো. খলিলুর রহমান খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নতুন এ দাম ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে তরল অবস্থায় সরবরাহ করা বেসরকারি এলপিজির ভোক্তা পর্যায়ে মূসকসহ মূল্য প্রতি কেজি ১২১ দশমিক ৬২ টাকায় বা রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে গ্যাসীয় অবস্থায় সরবরাহকৃত বেসরকারি এলপিজির ভোক্তা পর্যায়ে মূসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ০ দশমিক ২৭০৩ টাকায় সমন্বয় করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোক্তা পর্যায়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ৬৯ দশমিক ৭১ টাকায় সমন্বয় করা হলো। সমন্বয়কৃত উক্ত মূল্য ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

এর আগে, গত জানুয়ারিতে ভোক্তা পর্যায়ে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৬৫ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ২৩২ টাকা নির্ধারণ করে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন। গত ডিসেম্বরে যার দাম ছিলো ১ হাজার ২৯৭ টাকা। তার আগের মাসে (নভেম্বর) ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে ৫১ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ২৫১ টাকা নির্ধারণ করেছিল বিইআরসি।

সূত্র : ইত্তেফাক

মেহেরপুরে সুখসাগর পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা

আমদানি নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই সুখসাগর পেঁয়াজর বীজ উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখছেন মেহেরপুরের কৃষকরা। পেঁয়াজ বীজ বপনের মৌসুমে ভারত থেকে আমদানী নির্ভরশীল থাকতে হতো জেলার পেঁয়াজ

চাষিদের।

বীজ সংকটের কারনে অনেকেই চড়া দামে সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ বীজ কিনতেন। প্রয়োজনের তাগিদে আমদানি নির্ভর না থেকে নিজ ক্ষেতেই পেঁয়াজ বীজ উৎপন্ন করছেন কৃষকরা । নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরও সরবরাহ করছেন অন্যান্য চাষিদেও কাছে। এতে উৎপাদন ব্যয় অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং অধিক মুনাফা আয় করছেন। কৃষি বিভাগ বলছেন কৃষকরা আমদানী নির্ভর না থেকেই নিজেদের উৎপাদিত বীজ দিয়ে যে সুখ সাগর পেঁয়াজ চাষ শুরু করেছেন তা কৃষিতে একটি ইতিবাচক দিক। বীজ উৎপাদনে চাষিদেরকে প্রয়োজনিয় সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

জেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী , জেলায় এবছর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে ২৭ হাজার ৭৭৫ হেক্টর। এতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৫ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসে পেঁয়াজ বীজ বপন করা হয়ে থাকে। জানুয়ারী মাসের দিকে পেঁয়াজ বাজারজাত করা হয়। আর বীজ উৎপাদন হয় মার্চ মাসের শেষের দিকে। তবে জেলার পেঁয়াজ চাষিরা বীজ উৎপাদন করে নিজের চাহিদা পুররুনের পাশাপাশি জেলার বাইরের কৃষকদের কাছে বিক্রি করেও মোটা টাকা আয়করছেন বলে জানান , কৃষি অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার। এছাড়াও কৃষি গবেষণাগার থেকে বারি -৪ জাতের পেঁয়াজেরও ভাল ফলন পাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

জানাগেছে , মেহেরপুর জেলায় বিগত চার বছর যাবত সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করছেন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় একই খরচে দ্বিগুন পেঁয়াজ উৎপাদন করছেন তারা। পেঁয়াজের প্রচলিত জাত তাহেরপুরি ,বারিফোর , নাসিকা রেড ও ফিপটি -৫০ জাতের পেঁয়াজ উৎপাদন হতো। পরে ভারত থেকে সুখ সাগর পেঁয়াজ বীজ পাওয়ায় এজাতের পেঁয়াজ আবাদে ঝুঁকে পড়েন চাষিরা। অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের ফলন পাচ্ছেন দ্বিগুন।

বপনকালীণ সময়ে বীজ সংকট দেখা দিলে বেশি মুল্য দিয়ে বীজ কিনতে হতো ,এবং ভেজাল বীজে ফলন বিপর্যয়ে চাষিদের লোকসান গুনতে হতো। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের কাজ শুরু করেন মুজিবনগর উপজেলার প্রায় অর্ধশত চাষি। এতে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ কেজি বীজ উৎপাদন হয়। নিজেদের চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বীজ বিক্রি করেই লক্ষাধিক টাকা আয় করে অনেকেই সাবলম্বি হচ্ছেন। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ২ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। শুধু বীজই

নয়, ফুল থেকে বীজ সংগ্রহ করার পর গাছ থেকে পেঁয়াজ পাওয়া যায় বিঘা প্রতি ৩৫ থেকে ৪০মন। একই সাথে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন চাষিরা। পেঁয়াজ চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। জেলার মুজিবনগর উপজেলায় ১০ থেকে ১৫টি প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও বীজ উৎপাদনে নানা মুখি পরামর্শ দিচ্ছেন।

মুজিবনগর বিদ্যাধরপুর গ্রামের কৃষক ইদুল ইসলাম জানান, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পেঁয়াজের আবাদ করেন। সুখ সাগর পেঁয়াজের জাত পাওয়ার পর চার বছর থেকে এজাতের পেঁয়াজ চাষ করছেন। প্রতি বিঘা জমিতে তিনি ৫৫ থেকে ৬০মন পেঁয়াজ পেয়েছেন। বীজ বপনের সময় বীজের সংকট ও মুল্যবৃদ্ধির কারনে চাহিদা অনুযায়ী আবাদ করতে পারতেননা। পরে পলাশপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিরি কৃষি অফিসারের পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে এক বিঘা জমিতে সুখ সাগর পেঁয়াজ আবাদ করেন। সেখান থেকে প্রায় ৮০ কেজি বীজ উৎপন্ন হয় এবং একই গাছ থেকে প্রায় ৪০ মন পেঁয়াজ বিক্রি করেন। পেঁয়াজ ও বীজ বিক্রি করে এক বছরে আয় করেন তিন লক্ষাধিক টাকা। তার পর থেকে তিনি সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করছেন। তার দেখাদেখি অনেকেই বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

দারিয়াপুর গ্রামের কৃষক শাহাবুদ্দিন জানান, আমাদের মুজিবনগর উপজেলায় শতভাগ চাষিরা সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের আবাদ করেন। ভারত থেকে আমদানি নির্ভর না থেকে এখন নিজেরাই বীজ উৎপাদন করছেন। এতে বীজ কেনার টাকাও লাগছেনা আবার বীজ নিয়ে প্রতারিত হতে হচ্ছেনা তাদের। উপরন্ত একই জমি থেকে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি জমিতে তিন থেকে চার লাখ টাকা আয় হয় বলেও জানান তিনি।

খানপুর গ্রামের কৃষক ইউনুস আলী জানান, আমাদের উৎপাদিত সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বাইরের জেলাতে বিক্রি হচ্ছে। পেয়াজ উৎপাদনের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনে অনেক বেশি লাভ। কারন একটি পেঁয়াজ গাছের ফুল থেকে বীজ পাচ্ছি এবং শিকড় থেকে পেঁয়াজ পাচ্ছি। আমি প্রতি বছর সুখ সাগর জাতের বীজ কিনতাম বাজার থেকে। এতে অনেক টাকা বেশি খরচ হয়ে যেত। এখন আমি নিজেই বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছি। এতে সার্বিক সহায়তা করছেন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। তাদের নিজস্ব কৃষি অফিসার আমাদের জমিতে এতে পরামর্শ দিয়ে যায়। কয়েক বছর ধরে সুখ সাগর জাতের বীজ

উৎপাদন করে অনেক কৃষককেরই ভাগ্য বদলে ভাসছেন সুখের সাগরে।

পিএসকেএস এর কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোস্তফা রাব্বি জানান , মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব ফসল ফলানোর জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে পেঁয়াজ চাষের জন্য যে আবহাওয়া ও মাটি তা সুখ সাগর পেঁয়াজের ব্যপক ফলন পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র মুজিবনগর উপজেলাতে রয়েছে শতাধিত পেঁয়াজ চাষি। যারা শুধুমাত্র সুখ সাগর পেঁয়াজের আবাদ করেন। এতে প্রতিবছর এক বিঘা জমির জন্য বীজ খরচ লাগতো প্রায় ১০ হাজার টাকা। পরে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা এখন বীজ উৎপাদন করে ৩ /৪ লাখ টাকা আয় করছেন। সোনার বাংলায় সোনা ফলানো সম্বব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহঃ মোশাররফ হোসেন জানান , সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষি খাতের আয়তায় পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন ও পেঁয়াজ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ১৫টি প্রদর্শনি দেয়া হয়েছে। চার বছর যাবৎ প্রদর্শনির মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত কৃষককে আর্থিক সহায়তা ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে বীজ উৎপাদনে সাবলম্বি করে তোলা হয়েছে। এখানকার একজন কৃষক তিন মাসের ব্যবধানে শুধুমাত্র বীজ উৎপাদন করে আয় করছেন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। আমাদের সাথে পরামর্শ নিয়ে অনেকেই বীজ উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় শিশু খাদ্য দোকানিকে জরিমানা , ভেজাল খাদ্য আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে নকল মোড়ক ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগে দুই দোকান মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানে প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ভেজাল শিশু খাদ্য জব্দ করা হয়।

সোমবার দুপুরে আলমডাঙ্গা শহরের চারতলা মোড় এলাকায় এ অভিযান

পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা -অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান , আলমডাঙ্গা পৌর শহরের তারতলা মোড়ে মেসার্স জহির স্টোর ও মেসার্স মোল্লা স্টোরে নকল মোড়কে ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সোমবার দুপুরে থানাপুলিশের সহযোগীতায় ওই দুই দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
এসময় মেসার্স জহির স্টোরের মালিক জহুরুল ইসলামকে ১০ হাজার ও মেসার্স মোল্লা স্টোরের মালিক জামিরুল ইসলামকে পৃথক আইনে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও নকল মোড়কসহ ভেজাল শিশু খাদ্য সামগ্রী জব্দ করা হয়। যা পরবর্তীতে পৌর এলাকার পশু হাটে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

এই অভিযানে আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো . মাহফুজুর রানা ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সহযোগিতা করেন।